আমাদের কথা
AMADER KOTHA
WORKER HELPLINE

আওয়ার ভয়েস

আমাদের কথা নিউজলেটার

ভলিউম ৫, নম্বর ১ | প্রথম ত্রৈমাসিক ২০১৮

প্রথম ত্রৈমাসিক হেল্পলাইন শিরোনাম

মার্চ ২০১৮ এর শেষ নাগাদ পর্যন্ত আমাদের কথা হেল্পলাইন ব্যবহারের সুবিধা পৌঁছেছে ৯৯০ টি কারখানার ১,৪৭৩,৫৬১ জন শ্রমিকের নিকট । এ বছরের প্রথম তিন মাসে, ১,৬৭২টি বাস্তবভিত্তিক সমস্যা নিয়ে অ্যালায়েন্স কারখানার শ্রমিকরা হেল্পলাইনে ফোন দিয়েছে যার ভেতর ৫৮২টি ফোন ছিলো নিরাপত্তা সংক্রান্ত ।

সারা দেশ জুড়ে সহজলভ্য টোল ফ্রি নম্বরে কল প্রদানকারী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে, এবং ইন্টারেকটিভ ভয়েস রেসপন্স) আইভিআর (এবং হেল্পলাইন কলারদের ভেতর পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী শ্রমিকরা হেল্পলাইন ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ।

হেল্পলাইনের অফিস ফুলকির ঢাকা সদরদফতরে স্থানান্তর করা হবে এ বছরের শেষের দিকে । পরবর্তী মাসগুলোয় বিস্তারিত জানানো হবে ।

হেল্পলাইনে রিপোর্টকৃত বাস্তবভিত্তিক ইস্যু

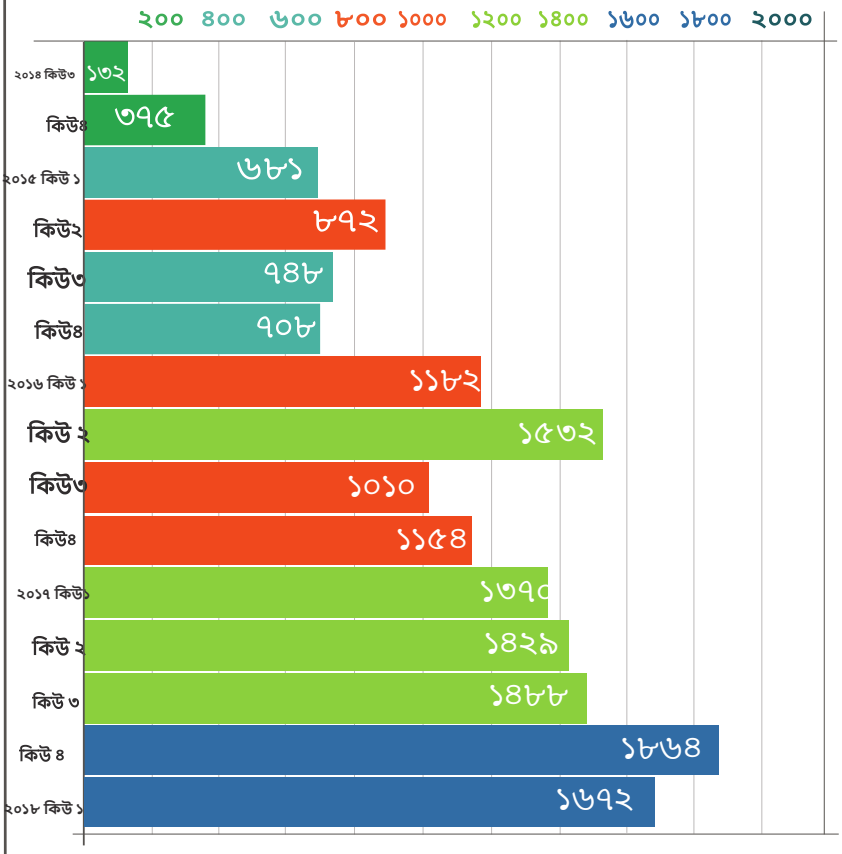

শুধুমাত্র অ্যালায়েন্স কারখানাগুলোর ইস্যুসমূহ দেখানো হলো

ফোকাস শিশু অপহরণ : কেসে হেল্পলাইনের হস্তক্ষেপ

সাড়ে চার বছর আগে, ভয়াবহ রানা প্লাজা দূর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কথা হেল্পলাইন চালু হয় । তখন থেকে, প্রায় ১৮,০০০ কলের প্রায় ২৫% কল ছিলো নিরাপত্তা সমস্যা বিষয়ক, এর ভেতর অনেক সমস্যা ছিলো যেগুলোর জন্য তাৎক্ষনিক পদক্ষেপ গ্রহনের প্রয়োজন ছিলো, যেমন, অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠা মেশিন অথবা কারখানার দেয়ালে ফাটল । অধিকাংশ কলই এসেছে অ-নিরাপত্তা বিষয়ক যেমন মজুরি পরিশোধ না করা, হয়রানি অথবা খুবই অস্বাভাবিক ধরনের একটি কেসের কথা বলা যেতে পারে যা এই ত্রৈমাসিকে হেল্পলাইনে রিপোর্ট হয়েছে তা হলো শিশু অপহরণ ।

ফেব্রুয়ারী ১৬ তারিখে – প্রায় দেড় মাসেরও বেশি সময়ের পর – পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন শিশুটির পিতাকে জানায় যে তারা শিশুটিকে অপহরণকারির হাত থেকে উদ্ধার করেছে এবং অপহরণকারিদের কাস্টডিতে নেয়া হয়েছে ।

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

২০১৮ এর প্রথম ত্রৈমাসিকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

অনুসন্ধানে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ:

- জানুয়ারী থেকে মার্চ এই তিন মাসে আমাদের কথায় মোট ফোন এসেছে ২০,৯০৮ টি । এ যাবত পর্যন্ত মোট ফোন এসেছে ২১৬,১৯৫ টি ।

- এই ত্রৈমাসিকে সবচেয়ে বেশি কল এসেছে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ,যা গত তিন মাসের প্রবনতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং প্রচুর পরিমান টেস্ট কল আসার কারণ হলো রিফ্রেশার

- এই ত্রৈমাসিকে আমাদের কথায় মোট বাস্তবভিত্তিক কল এসেছে ৫৮২টি । তার ভেতর জরুরি হলো ১১৪টি এবং অ-জরুরি হলো ৪৬৮টি । নিরাপত্তা বিষয়ক সবচেয়ে বেশি যে বিষয়ে রিপোর্ট হয়েছে তা হলো কারখানার ভেতরে আগুন; অপর্যাপ্ত সুবিধাদি; এবং কারখানার বাইরে আগুন ।

- মিসড কল অথবা টেস্ট কল ব্যতীত এই মাসের মোট কলের ২৮ %ছিলো সাধারণ অনুসন্ধানমূলক কল । অনুসন্ধানমূলক কলের অধিকাংশই ছিলো হেল্পলাইন সহায়তার সক্ষমতা এবং শ্রম আইন সংক্রান্ত ।

- এই তিন মাসে অ্যালায়েন্স কারখানার শ্রমিকদের নিকট থেকে আমাদের কথা হেল্পলাইনে মোট বাস্তবভিত্তিক ফোন এসেছে ১,৬৭২টি । রিপোর্টকৃত ইস্যুগুলোর বেশিরভাগই ছিলো ক্ষতিপূরণ, চাকুরিচ্যুতকরণকারখানার বাইরে অগ্নিকান্ড সংক্রান্ত ।

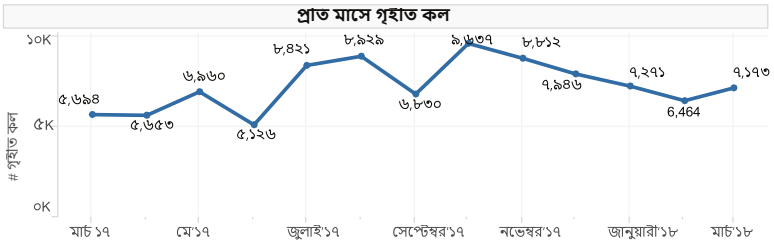

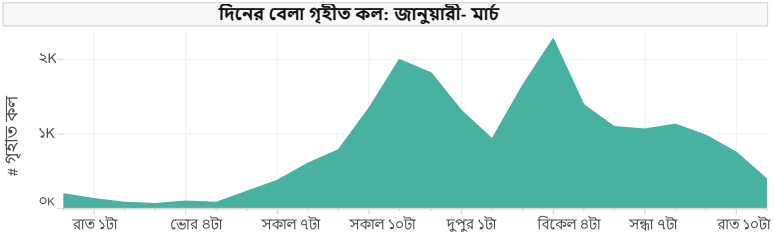

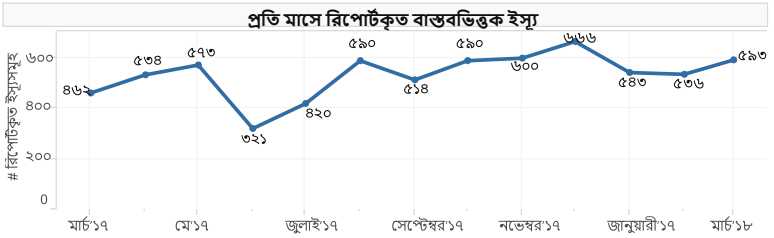

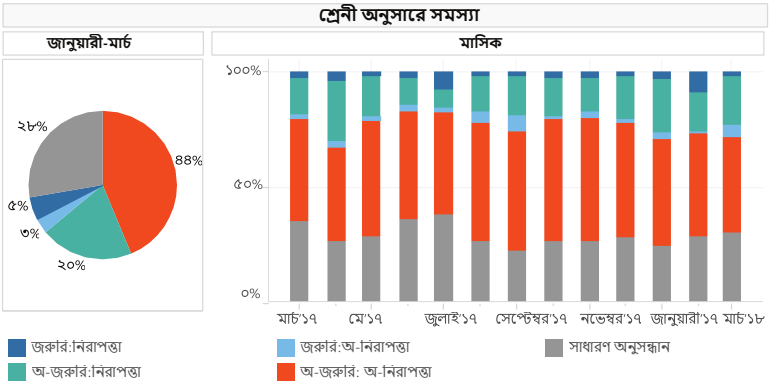

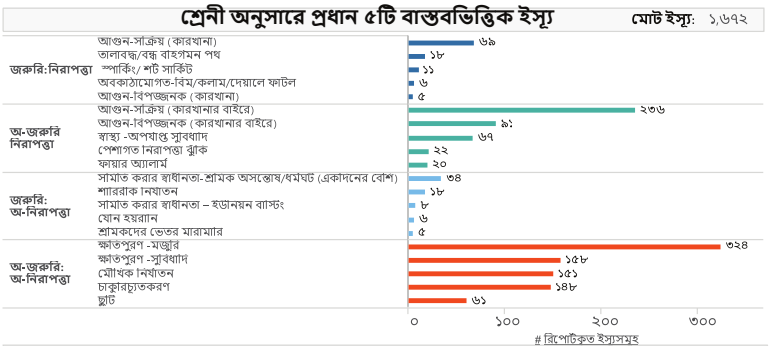

২০১৮ এর প্রথম ত্রৈমাসিকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ:

·এই তিন মাসে অ্যালায়েন্স কারখানার শ্রমিক কর্তৃক রিপোর্টকৃত বাস্তবভিতিতক ইস্যুর ৭৯ %সমাধান হয়েছে । যে সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি সেগুলোর কারণ হলো শ্রমিকরা সমাধানে সহায়তা চায়নি অথবা সমস্যাটি সমাধানের জন্য উক্ত শ্রমিকদের সঙ্গে হেল্পলাইন স্টাফরা অথবা অ্যালায়েন্স স্টাফরা পুনরায় যোগাযোগ করতে সক্ষম হননি ।

- ৯৫ %শ্রমিক ,যারা এই ত্রৈমাসিকে বাস্তবভিত্তিক সমস্যা নিয়ে হেল্পলাইনে রিপোর্ট করেছিলেন তারা হেল্পলাইনে তাদের নাম পরিচয় প্রকাশে ইচ্ছুক এবং৮০ %শ্রমিক তাদের কারখানায় নাম প্রকাশ ইচ্ছুক ছিলেন ।

·হেল্পলাইন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৯৯০টি কারখানার ভেতর মোট ২৪৫টি কারখানার শ্রমিক) ২৫ (%২০১৮ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত আমাদের কথা হেল্পলাইনে ফোন প্রদান করেছে । হেল্পলাইন চালু হওয়া ১৭৪টি কারখানার) ১৮ (%শ্রমিক এই তিন মাসে বাস্তবভিত্তি বিষয়ে রিপোর্ট করেছে ।

·এই ত্রৈমাসিকে অ্যালায়েন্স-বহির্ভূত ২০৪টি কারখানা থেকে হেল্পলাইনে ফোন এসেছে । বেশিরভাগ ফোনই ক্ষতিপূরণ এবং চাকুরিচ্যুতকরণ সংক্রান্ত ।

- এই ত্রৈমাসিকে অ্যালায়েন্স কারখানার শ্রমিকদের নিকট থেকে আসা সমস্ত রিপোর্টের ৯৬ %সমস্যার সমাধান মার্চের শেষ নাগাদ সম্পন্ন করা হয়েছে । অবশিষ্ট অ-সমাধানকৃত ইস্যু সমাধানের জন্য অ্যালায়েন্স প্রোটোকল অনুসারের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

নোট

শ্রমিকদের দেয়া তথ্য কারখানাগুলো কর্তৃক যাচাই শেষে অ্যালায়েন্সকে কলের উপাত্ত সরবরাহ করা হয়ে থাকে যেন অ্যালায়েন্স সদস্য কোম্পানিদের সেই উপাত্ত সমূহ বিতরণ করতে পারে ।

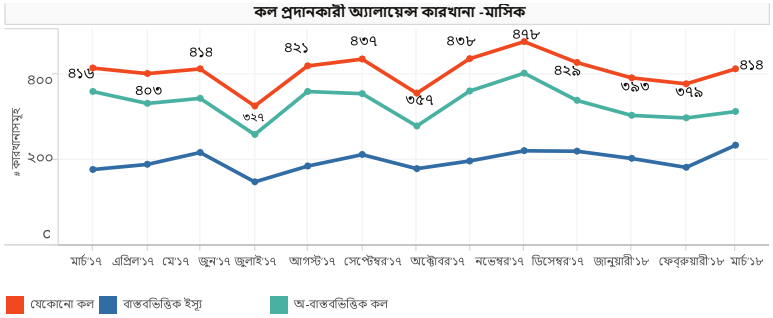

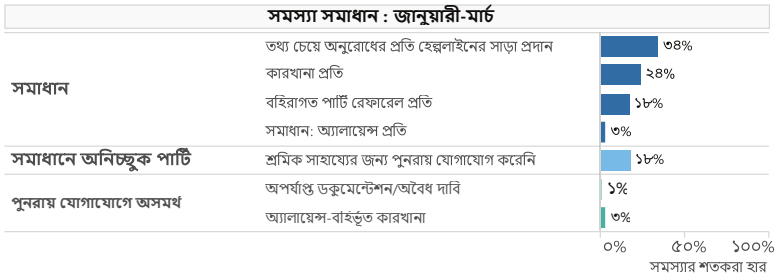

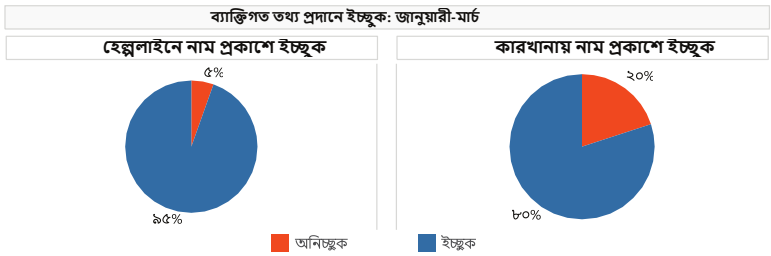

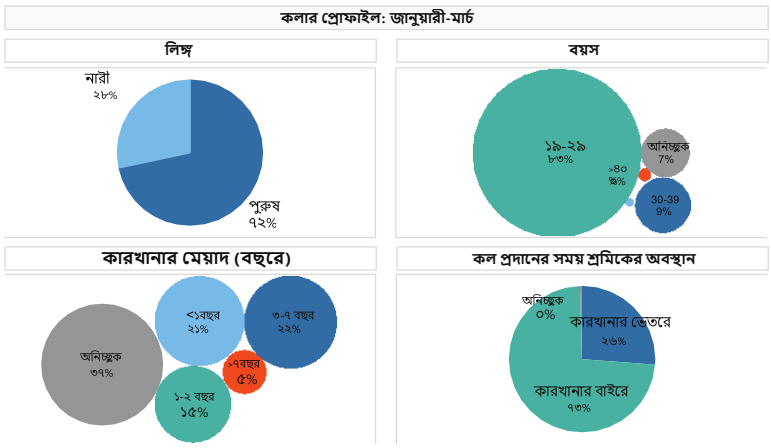

আজ পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই ২০১৪ থেকে

মোট কল		বাস্তবভিত্তিক সমস্যা		হেল্পলাইন চালু হওয়া কারখানা	
কল গ্রহন	২১৬,১৯৫	অ্যালায়েন্স:	১৬,২৪২	শ্রমিক	১,৪৭৩,৫৬১
কল প্রদান	৮৭,৫৩২	অ্যালায়েন্স-বাহির্ভূত:	১,৮৬২	কারখানা	৯৯০

নোট:

•গ্রাফে ভুয়া এবং নো" ক্যাটেগরি "কল উল্লেখ নেই, শুধুমাত্র কল গ্রহন এবং দিনের বেলা কল গ্রহনের সংখ্যা ব্যাতীত ।
•অ্যালায়েন্স বহির্ভূত কারখানা থেকে কল গৃহীত হয়েছে । যেমন এই তিন মাসে ২০৪টি কারখানা থেকে ফোন এসেছে যেগুলো অ্যালায়েন্স তালিকাভুক্ত নয় । এই সমস্ত কল উপরোক্ত গ্রাফের কল প্রদানের সময়ের গ্রাফ, কারখানা গ্রাফ এবং কল ভলিউম গ্রাফের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।
•প্রতি মাসে বাস্তবভিত্তিক কলের সংখ্যা নিউজলেটার ইতিহাসের সঙ্গে নাও মিলতে পারে । কেননা সমস্যার শ্রেনী বিন্যস্তকরণ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে ।
•হেল্পলাইন চালু হওয়া কারখানারগুলোর #শ্রমিক এবং #কারখানা বিষয়ক তথ্য অ্যালায়েন্স কতৃক প্রদেয় ।

আমরা কে?

আওয়ার ভয়েস অথবা বাংলায় *আমাদের কথা* তিনটি সহযোগী প্রজেক্ট পার্টনারের এক চমৎকার অংশিদ্বারিত্ব – ক্লিয়ার ভয়েস, কান গ্রুপের) Chan Group) একটি প্রজেক্ট যা হটলাইন পরিচালনা করে থাকে এবং সরবরাহকারিদের ভেতর বিবাদ মিমাংসার কৌশল গঠন করে থাকে; ফুলকি, একটি সম্মানিত সুশিল সমাজ সংগঠন যা বাংলাদেশের শ্রমিক এবং শ্রমিকদের পরিবারের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে থাকে; এবং এলিভেট, লেবারলিংকের একটি নতুন প্যারেন্ট কোম্পানি, একটি শীর্ষস্থানীয় বিজনেজ রিস্ক এবং সাসটেইনিবিলিটি প্রোভাইডর। প্রত্যেকটি অংশিদারই তাদের বহু বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটি নতুন, সর্বচ্চো মান সম্পন্ন কারখানাগুলোর জন্য লেবার কম্প্লায়েন্স প্রোগ্রাম গঠন করেছে।

কারখানায় আমাদের কথা বিষয়ক তথ্য প্রচার

ফোকাসে হেল্পলাইন

প্রথম পাতার পর

নতুন বছরের শুরুতেই, হেল্পলাইনে আশ্চর্য ধরনের এক কল আসে, এক ব্যক্তি কল করে জানালেন যে তার পাঁচ মাস বয়েসি শিশু ঢাকার কাছাকাছি শিল্প এলাকা গাজিপুর থেকে চুরি হয়ে গেছে। লোকটি তার শিশুকে মরিয়া হয়ে খোঁজার জন্য স্থানীয় পুলিশ এবং গণমাধ্যমকে বিষয়টি অবহিত করেন। এরপর তার সব উদ্যোগ যখন ব্যর্থ হলো তখন তিনি ফুলকি, আমাদের কথা হেল্পলাইনে যোগাযোগ করলেন, ফুলকি হলো বাংলাদেশের আমাদের কথা হেল্পলাইনের একটি প্রধান অংশিদার, শিশু অধিকার রক্ষায় যার অত্যন্ত সুনাম রয়েছে। হেল্পলাইন টিম সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রথমে তারা জাতীয় হেল্প ডেস্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে, এরপর তড়িৎ ফললাভের জন্য তারা পরের দিনই ইউনিসেফ, অপরাজেয় বাংলাদেশ, গাজিপুর লিগ্যাল অফিস এবং জেলা জজ কোর্ট, রাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়াল এবং ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট সহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থ্যার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

অনেকগুলো সংস্থ্যার সহযোগীতায় এবং কলার এবং ফুলকির জোর প্রচেষ্টায় অবশেষে সমস্যার সমাধান হয়েছিলো। ফেব্রুয়ারী ১৬ তারিখে – প্রায় দেড় মাসেরও বেশি সময়ের পর – পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন শিশুটর পিতাকে জানায় যে তারা শিশুটিকে অপহরণকারির হাত থেকে উদ্ধার করেছে এবং অপহরণকারিদের কাস্টডিতে নেয়া হয়েছে।

শুনানি উত্থাপন প্রক্রিয়ায় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য এবং সন্তানকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য গর্বিত পিতা হেল্পলাইন এবং ফুলকিকে ধন্যবাদ জানান এবং হেল্পলাইন কেসটির এখানেই সমাপ্তি ঘটায়।

প্রতিবারের মতই, আমরা আপনার মন্তব্য এবং পরামর্শকে স্বাগত জানাই **workerhelpline@afbws.org**.

-ডাগ চ্যান

আমাদের কথা প্রজেক্ট ডিরেক্টর

বিটিআই সেলিব্রেশন পয়েন্ট, প্লট ৩এবং ৫, রোড নং ১১৩/A
গুলশান-২, ঢাকা- ১২১২, বাংলাদেশ
WorkerHelpline@afbws.org